Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 124-132
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

করিমগঞ্জ জেলার লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

মানচিত্র পাল
অংশকালীন সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত

Abstract

Folk belief and superstition are two vital genre of Folklore. Though those are two separate subject. Before folk belief and then superstition. Those are created by so many years ago for happy and beautiful life. This article is going to analysis Folk belief and superstition of Karimganj District (Assam). At first we are highlights what is folk belief and superstition and then classified so many branches of Folk belief and superstition. Finally we have seen motif Index.

লোকসংস্কৃতির জগতে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। যাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Flok Beliefs' এবং 'Superstition'. এদের উদ্ভব ঘটে সুপ্রাচীনকালে গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এবং ভয়-ভীতি, সজ্জল-অসজ্জল, ও অনিশ্চিয়তা থেকে। এ প্রসঙ্গে খ্যাতানামা লোকসংস্কৃতিবিদ বরুঙ্কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন-

> *''লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার ওইহিক কল্যান বিধানের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত। আর মূলত অনিশ্চয়তা থেকেই এগুলির উৎপত্তি।''*[১]

অর্থাৎ এর থেকে বোঝা গেল অনিশ্চয়তা বোধ থেকে বিশ্বাস ও সংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে। ফল স্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে এই অনিশ্চিয়তা কখন, কিভাবে এবং কাদের হাত ধরে এল। এই সূত্রে দেখা যায় আদিমকালে মানুষ এবং ফলমূল সংগ্রামের সুত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন বিপদপূর্ণ ও দুর্গম পরিবেশে যেত। এবং নানা সমস্যার সম্মুখীন হত। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধান করার মত তাদের উন্নত এবং মুক্তিবাদী চিন্তা চেতনা না থাকায় তাদের মধ্যে নানা অনিশ্চয়তা দেখা দিল। আর এই অনিশ্চিয়তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নানা বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁকড়ে ধরল। কিন্তু বিশ্বাস ও সংস্কারের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন এদের অন্যতম উদ্দেশ্য দৈনন্দিন জীবনের ঐহিক মঙ্গল সাধন। আর এই সূত্রে আমরা কখন কখন বিশ্বাস ও সংস্কারকে এক বলে মেনে নেই। কিন্তু বিশ্বাস ও সংস্কার এক হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে বিস্তর অমিল বা পার্থক্য রয়েছে। কেননা এদের উৎপত্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় আগে বিশ্বাস এবং পরে সংস্কারের অবির্ভাব ঘটে। তাছাড়া বিশ্বাস মনগত বা মানসিক ব্যাপার। আর সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আচার আচরণ। যেগুলি পালনে ব্যর্থ হলে মানসিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে বিশ্বাস পালনে অসফল হলে কোন যায় আসে না। কিন্তু উভয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট আঞ্চলিকতা। অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই যেন বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই সঙ্গে দেখা যায় এক এক অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। ফল স্বরূপ যে কোন অঞ্চল সম্পর্কে নিখুঁত ভাবে বুঝতে হলে বিশ্বাস ও সংস্কারকে প্রাধান্য দিতেই হয়। কেননা বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে দিয়েই একটি অঞ্চলের সামাজিক

অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যশীলতা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া সম্ভব। এই দিকটির প্রতি নজর রেখেই আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর নির্ভর করে আসামের করিমগঞ্জ জেলার বাঙালি হিন্দুদের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারগুলি আলোচ্য নিবন্ধে তুলে ধরছি।

এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত যে কোন বিষয়কে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে আলোচনার ক্ষেত্রে এর শ্রেণিবিভাগ এবং মোটিক সূচি নির্ণয় করা বোধ হয় অপরিহার্য। এই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেই আমাদের সংগৃহীত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলির শ্রেণি বিভাগ করে কিছু সংখ্যক মোটিফসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিশ্বাস ও সংস্কারগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি-

(ক) জন্মবিষয়ক
(খ) মৃত্যুবিষয়ক
(গ) বিবাহবিষয়ক
(ঘ) খাদ্যবিষয়ক
(ঙ) গাছ-গাছালিবিষয়ক
(ছ) পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ বিষয়ক
(জ) যাত্রাবিষয়ক
(ঞ) অন্যান্যবিষয়ক

খাদ্যবিষয়কঃ

১/ পরীক্ষায় বড় মাছ খেয়ে যাওয়া ভাল।
২/ ডিম আর আলু খেয়ে পরীক্ষায় যেতে নেই।
৩/ রাতে শাক আর টক খাওয়া বারণ।
৪/ হাম হলে নিরামিষ খেতে হয়।
[এ ৪৭৮.২ বসন্ত রোগের দেবী।]
৫/ শুভ কাজ করার আগে দই ও চিনি খেয়ে গেলে ভাল।
৬/ শনি পূজার প্রসাদ ঘরের বাইরে খেতে হয়।
[এ ৪৮২.১ দুর্ভাগ্যের দেবতা।]
৭/ খাওয়ায় বসে ভিক্ষে দিতে নেই ।
৮/ মাঘ মাসে মূলা খেতে পারে না ।
৯/ মেয়েরা জোড়াকলা খেতে পারে না ।
১০/ খেতে বসে মৃত দেহ নিয়ে গেলে থালার নিচে জল দিতে হয় ।
১১/ সধবা মহিলারা খাওয়ায় বসে প্রথম শাক খেতে পারে না ।
১২/ মাথায় হাত রেখে খেতে নেই ।
১৩/ খেতে বসে পায়ে হাত দিতে নেই, উন্নতি হয় না জীবনে ।
১৪/ শনি ও মঙ্গলবার যে কোন খাবার বস্তু পুড়ে খেতে পারে না ।
১৫/ খাওয়ার থালে শব্দ করতে নেই ,ধন চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।
১৬/ ডিম খেয়ে দুধ খেতে নেই ।
১৭/ যে কোন ধরণের বড় অনুষ্ঠানে রান্না করার আগে ব্রহ্ম দেবতার উদ্দেশে ভুজ্যি দিতে হয় ।

১৮/ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী আমিষ খেতে পারে না ।
১৯/ স্বামী না খেলে স্ত্রী খেতে পারে না ।
২০/ পিঁপড়া খেলে সাঁতার কাটা শেখে ।
২১/ দাঁড়িয়ে ভাত খেতে নেই, কুকুরের পেটে চলে যায় ।
২২/ বাবা-মা জীবিত থাকা অবস্থায় পাতিলে খেতে নেই ও পাতিল ভাঙতে নেই ।
২৩/ একজনের থালের লবণ আরেকজন খেতে পারে না, ঝগড়া হয় ।
২৪/ সরস্বতী পূজার আগে কুল খেতে নেই ।
[এ ১৩৬.১.৪.১ হংস বাহন দেবতা]
২৫/ জল খাবে বলে না খেয়ে ঘুমতে নেই ।
২৬/ ত্রি সন্ধ্যায় ভাত খেতে নেই ।
২৭/ রাত্রিবেলা শাক খেতে নেই ।
২৮/ ফল খেয়ে জল খেতে নেই ।
২৯/ উপবাসের আগের দিন নিরামিষ খেতে হয় ।
৩০/ রৌদ্র থেকে ঘুরে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে জল খেতে নেই ।
৩১/ দুধ পুড়ে গেলে অমঙ্গল ।
৩২/ খাওয়ার সময় লেবুর বীজ থালে দিতে নেই, ব্রাহ্মণ বধ হয় ।
৩৩/ ১লা বৈশাখের দিন নিমপাতা ও কাঁচা আম খাওয়া ভাল ।
৩৪/ দক্ষিণ দিকে বসে খেতে নেই ।
[সি ৬১৪.১.২ নিষিদ্ধ দিকঃ দক্ষিণ]

মেয়ে বিষয়ক -

১/ মেয়েরা চুলে গামছা বেধেঁ খেতে পারে না ।
২/ মেয়েদের ডান চোখ নাচলে খারাপ ।
৩/ জলা ভাত মেয়েরা খেতে পারে না । বিয়েতে বৃষ্টি হয় ।
৪/ মেয়েদের ঘর থেকে বেরোবার সময় বা পা আগে দিতে হয় ।
৫/ বন্ধ্যা (যাদের বাচ্চা নেই) নারীদের দেখে যাত্রা অশুভ ।
৬/ মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই, ঘরের পুরুষদের বিপদ হতে পারে ।
৭/ নারায়ণের শালগ্রাম মেয়েরা ছুঁতে পারে না ।
[ভি ৩১২ পাথরের মধ্যে ঈশ্বর কল্পনা।]
৮/ হনুমানের বিগ্রহ মেয়েরা স্পর্শ করে না ।
৯/ কুমড়ো মেয়েরা কাটে না ।
১০/ মেয়েদের মাথার থেকে পায়ের দিকে টিকটিক পড়লে ভাল ।
১১/ মেয়েদের চুলে আঘাত লাগলে বলতে হয়, চুলে স্পর্শ লেগেছে ।
১২/ মেয়েদের চুল ধরতে নেই ।
১৩/ মেয়েদের বাম হাত চুলকালে টাকা আসে ।
১৪/ মেয়েদের বাম চোখ লাফানো ভাল ।
১৫/ মেয়েদের ডান হাতে তিল থাকলে রান্না ভাল হয় ।

১৬/ বিয়ের পর মেয়েদের এক বছর চুল কাটতে নেই ।

১৭/ বিয়ের পর সিঁথিতে বেশি করে সিঁদুর দিতে হয়, বিশ্বাস স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি পাবে ।

১৮/ মেয়েদের হাতের মেহেন্দি যদি বিয়ের দিন গাঢ় না হয় তাহলে মনে করা হয় স্বামীর ভাগ্য খারাপ ।

বিয়ে বিষয়ক –

১/ ছেলের বিয়েতে মা যেতে পারেন না ।

২/ বিয়ের বাড়ির জিনিস দশ দিনের আগে বের করতে নেই ।

৩/ আশীর্বাদের পর কনে একা ঘর থেকে বের হন না ।

৪/ বিয়েতে কাল রঙের শাড়ি পড়া নিষেধ ।

৫/ বিয়ের শুভ কাজে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গল ।

৬/ বিয়ের পর নব বধূকে পায়ের পাতাতে আলতা মেখে সাদা কাপড়ে পাড়া দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা ভাল ।

৭/ কালরাত্রির দিন বর ও কনে এক সাথে থাকতে পারে না ।

৮/ চতুর্থ মঙ্গলের রাত্রিবেলায় বউকে স্বামীর পা ধুয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছে ঐ জল খেতে হয় ।

৯/ শ্বশুর বাড়ির বড়দের সামনে নববধূকে ঘোমটা দিতে হয় ।

১০/ এক গালে চড় মারলে বিয়ে হয় না ।

১১/ একই গোত্রে বিয়ে হয় না ।

[সি ১৬০ একই গোত্রে বিয়ে করা নিষেধ]

১২/ আত্মীয়কে বিয়ে করা যায় না ।

[সি ১১৭.২ নিষেধাজ্ঞাঃ আত্মীয়কে বিয়ে।]

জন্ম বিষয়ক -

১/ জন্মের সময় বৃষ্টি হলে বিয়ের সময়ও বৃষ্টি হতে পারে ।

২/ জন্মের পর অন্নপ্রাশনের আগে বাচ্চাদের আয়নায় মুখ দেখাতে নেই ।

৩/ জন্ম বার বা শনি ও মঙ্গল বার নখ কাটতে নেই ।

মৃত্যু –

১/ যাত্রার সময় মৃত দেহ দেখা ভাল ।

২/ মৃত দেহের সৎকার করে এসে লোহা ও আগুন স্পর্শ করতে হয় ।

পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ বিষয়ক –

১/ টিকটিকি পায়ে পড়লে খারাপ ।

২/ ঘুম থেকে উঠে বাদর দেখা অমঙ্গল ।

৩/ কাক ডাকলে ঘরে ঝগড়া হয় ।

৪/ আরশোলা উড়লে রোগ আসে এবং টাকা খরচ হয় ।

৫/ স্বপ্নে সাপ দেখা দিলে ভাল, বংশ বৃদ্ধি হয় ।

[বি ৪৯১.১ উপকারী সাপ]

৬/ মঙ্গলবার দিন ধুড়াসাপ কামড় দিলে আর কোন সাপ আক্রমণ করবে না।

৮/ বিড়াল মারলে সোনার বিড়াল দিতে হয় ।

৯/ কুকুর কাঁদলে ঘরের অমঙ্গল ।

[বি ৪২১ উপকারী কুকুর।]

১০/ কালো বিড়াল দেখা ভাল নয় ।

১১/ শ্রাবন মাসে সাপ মারতে নেই, কারণ তখন সাপ গর্ভবতী অবস্থায় থাকে ।

১২/ রাত্রে বাশিঁ বাজালে সাপ আসে ।

১৩/ সকালে কাকের ডাক শুভ ।

[বি ৪৫১.৪ উপকারী কাক]

১৪/ সাঁপে কাঁটা রোগীকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয় ।

১৫/ গরুর গলায় দড়ি বাধাঁ অবস্থায় মারা গেলে মালিককে প্রায়শ্চিত করতে হয় এবং কথা না বলে হ্যামবা হ্যামবা বলে শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে হয়।

১৬/ ঘরের ভেতর ব্যঙ ডাকলে অসুখ হয়।

১৭/ শরীরে সাদা মাকড়শা পড়লে অসুখ হয়, আর কালো মাকড়শা পড়লে অসুখ হয়।

১৮/ টিকটিকি টিকটিক করলে সত্য হয়।

১৯/ জোড়া শালিখ দেখা ভাল।

২০/ সকাল বেলায় গরুর লেজের আঘাত লাগা ভাল।

[বি ৪১১ উপকারী গরু]

২১/ শকুন ডাকলে মৃত্যু হয়।

২২/ পেঁচার ডাক অশুভ।

২৩/ ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হয় ।

২৪/ সাদা পেচাঁ ঘরে ঢুকলে ভাল ।

২৫/ কোকিল ডাকলে অতিথি আসে ।

২৬/ কালো প্যাঁচা ঘরে ঢুকলে বিষ্ণুকে পূজা দিতে হয় ‘

২৭/ সাদা প্রজাপতি ঘরে ঢুকলে বিয়ে হয়।

[বি ৪৮০.৫ উপকারী প্রজাপতি]

২৮/ বৃষ্টি আর রৌদ্র একসাথে দেখা দিলে শিয়ালের বিয়ে হয় ।

[৬০০.২ বৃষ্টি ও রোদের সময় শিয়ালের বিয়ে]

গাছগাছালি বিষয়ক –

১/ নারকেল গাছ কাটা নিষেধ।

২/ বাড়িতে আমড়া গাছ লাগালে ভূত আসে ।

[এফ ৪০২.৬.১ ভূত গাছে বাস করে]

৩/ রাত্রে গাছের পাতা ছিড়তে নেই, এবং গাছে উঠতে পারে না ।

৪/ বাড়িতে তাল গাছ রাখা অমঙ্গল ।

৫/ বেল গাছ ব্রাহ্মণ ছাড়া কাটতে নেই ।

৬/ আমগাছ ও বেলগাছে ফল এবং একশ’ টা পাতা না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুরের কাজে লাগানো যায় না ।

যাত্রা বিষয়ক -

১/ সকালে দোয়ারে জল দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া মঙ্গল ।

২/ ডান দিক থেকে বা দিকে গেলে খারাপ, আর বাম দিক থেকে ডান দিকে এলে ভাল ।

৩/ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় একবার হাঁচি এলে অমঙ্গল ।

৪/ যাত্রার পথে পেছন দিকে তাকালে অশুভ ।

৫/ দশমির যাত্রার সময় পুটি মাছ রাখা ভাল ।

[বি ৪৭০ উপকারী মাছ।]

৬/ যাত্রার সময় ফাঁকা কলস দেখা অশুভ ।

৭/ যাত্রার সময় দই খাওয়া ভাল ।

৮/ ঘর থেকে বের হবার সময় হোচটে খেলে অমঙ্গল ।

৯/ মঙ্গলে উষা, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা ।

১০/ উল্টানো জুতো দেখে যাত্রা অমঙ্গল ।

১১/ ঝাড়ু নিয়ে কোথায়ও যেতে নেই ।

দিন/ বার বিষয়ক –

১/ বৃহস্পতিবার বাদ্যযন্ত্র বাজাতে নেই। লক্ষী চলে যায়।

[সি ৪৮২ যন্ত্রানুষঙ্গ]

২/ বৃহস্পতিবার ঘর ছেড়ে অন্য কোথায় যেতে নেই ।

৩/ ভাইয়ের বাড়ি থেকে বোন সোমবারে আসতে পারে না ।

৪/ শনি ও মঙ্গল বার মেয়েদের চুল ছেড়ে বাইরে বের হতে নেই ।

৫/ সোম ও শুক্রবারে নতুন কাপড় পড়া নিষেধ ।

অন্যান্য বিষয়ক-

১/ ঝাড়ুর সঙ্গে ঝাড়ু রাখা যায় না ।

২/ ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই ।

৩/ পুড়ে যাওয়া বস্ত্র পড়তে নেই ।

৪/ ভিখারিকে ঘরের ভিতরে ভিক্ষা দিতে নেই ।

৫/ হাতে হাতে মরিচ (লঙ্কা) দিতে নেই ।

৬/ গলায় কাটা লাগলে তিনজন সুদ ঘোরের নাম বলতে হয় ।

৭/ তিন সন্ধ্যায় টাকা দিতে নেই ।

৮/ বাতাস করার সময় পাখার স্পর্শ লাগালে অশুভ ।

৯/ একটা তারা দেখে ঘরে ঢুকতে নেই ।

১০/ প্রদীপের তেল পড়া ভাল ।

১১/ হাত থেকে বাসন পড়লে ভাল, অতিথি আসে ।

১২/ এক ডাকে সাড়া দিতে নেই, বিশ্বাস যম ডাকে ।

১৩/ চাল শেষ হলে শেষ না বলে বলতে হয় চাল বেড়ে গেছে ।

১৪/ ছেলেদের দুটি কুণ্ডলী (টিকি) থাকলে দুটি বিয়ে হয় ।

১৫/ মা–বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় ভিজে গামছা কাঁধে দিতে নেই ।

১৬/ জোড়া দা একসাথে না রাখলে ঝগড়া হয় ।

১৭/ চুন দিলে দারিদ্র্য বাড়ে ।

১৮/ হলদি মাটিতে পড়লে অলক্ষ্মী লাগে ।

১৯/ পাটি জ্বালালে অমঙ্গল হয় ।

২০/ রুমাল হারানো খারাপ। বিপদ দেখা দিতে পারে।

২১/ সোনা ও ছাতি হাড়ানো খারাপ।

২২/ পিন নিয়ে ঘুরিয়ে না দিলে ঝগড়া হয়।

২৩/ হঠাৎ করে কথা বলার সূত্রে যদি কেউ ভয় পায় তবে তাকে বুকে থুথু দিতে হয়।

২৪/ দা দিয়ে মাটিতে দাগ দিতে নেই।

২৫/ দরজার মুখোমুখি আয়না রাখতে নেই।

[এ ৪৮২.২ সৌভাগ্যের দেবী।]

২৬/ কবুতরের ডিমকে ডিম বলতে নেই, পাথর বলতে হয়। তা না হলে ডিম নষ্ট হয়ে যায়।

২৭/ বৃষ্টির সময় হঠাৎ পড়ে গেলে রৌদ্র ওঠে।

২৮/ খুব তুফানের সময় বান রাজার উদ্দেশ্যে পিঁড়ি ছুঁড়ে দিতে হয় ।

২৯/ দশ-পঁচিশ খেলার সময় কড়ির শব্দ হলে ঝগড়া হয়।

৩০/ সবসময় মশারি টানিয়ে রাখতে নেই।

৩১/ জল চাইলে জল দিতে হয়, তা না হলে মরার সময় জল পায় না ।

৩২/ গামছা রৌদ্রে দিলে শরীর শুকোয় ।

৩৩/ চিরুনী দিয়ে আঘাত করলে রক্ত শুকোয় ।

৩৪/ পাখা দিয়ে মারলে আয়ু কমে যায় ।

৩৫/ পানের জল ঘরে ফেলতে নেই ।

৩৬/ ঘরের ভেতরে ছাতা খুলে রাখলে ঘরের চাল ফুট হয়ে যায় ।

৩৭/ ছাতা বিছানায় রাখা যায় না ।

৩৯/ চুনের কৌটো শুকনো রাখলে বুক শুকোয় ।

৪০/ থালায় তেজপাতা পরলে ভাল, শাশুড়ি আদর করবে ।

৪১/ ছেঁড়া গেঞ্জি ও গামছা সেলাই করতে নেই ।

৪২/ ঘুমন্ত অবস্থায় শরীরের উপর দিতে যেতে নেই ।

৪৩/ গায়ে পা লাগলে প্রণাম করতে হয় ।

৪৪/ ঘাড় ব্যথা হলে বালিশ রৌদ্রে দিতে হয়।

৪৫/ প্রদীপের বুক জ্বললে ঘরের কর্তার বুক জ্বলে।

৪৬/ বিবাহিত মহিলাদের স্বামী, শ্বশুর ও ভাশুরের নাম উচ্চারণ করা অমঙ্গল ।

[সি ৪৩৫.১ স্বামীর নাম উচ্চারণ না করা]

[সি ৪৩৫.২ ভাসুরের নাম উচ্চারণ না করা]

৪৭/ রাস্তায় কাপড় ফেলা থাকলে তার উপর দিয়ে যেতে নেই ।

৪৮/ চুল কেটে নারকেল গাছের গোড়ায় ফেলা ভাল, বিশ্বাস চুল নারকেল গাছের মত শক্তিশালী হয় ।

৪৯/ হঠাৎ করে নতুন পোশাক পরিধান করলে নতুন পোশাক পড়ার আশা থাকে ।

৫০/ পিঁড়িতে বসে কাজ করার পর পিঁড়ি উঠিয়ে রাখতে হয় ।
৫১/ বাবা-মা জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলেরা মাথা মুণ্ডন করতে পারে না ।
৫২/ মশলা বেটে পাটা পুতা ধুয়ে না রাখলে ভাই এর বুক জ্বলে ।
৫৩/ আশ্বিনে রান্ধইন কার্তিকে খাইন, যে বর মাঙ্গইন সে বর পাইন ।
৫৪/ গণেশ পূজায় তুলসি পাতার ব্যবহার অশুভ ।
৫৫/ ব্রাহ্মণ ছেলেদের পৈতে ছিঁড়লে খারাপ ।

পরিশেষে বলা যায় মানুষ যতই আধুনিক হয়ে উঠুক না কেন জন্মসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি অতি সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা ঠিক যে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ও সংস্কারের ও রূপান্তর ঘটবে।

তথ্যসূত্র-

বরুণ কুমার চক্রবর্তী বাঙালীর বিবাহ-সম্পর্কিত লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার, দীনেন্দ্রকুমার সরকার সম্পাদিত-বিবাহের লোকাচার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮০, পৃ.১৭৮।

গ্রন্থপঞ্জি

১/ ওয়াকিল আহমদ-বাংলার লোক সংস্কৃতি, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪।
২/ ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী- লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কার, পুস্তক বিপণি , কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৩।
৩/ যোগেশ দাশ আসামের লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩ ।
৪/ নীহার রঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব; দে'জ ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬ ।
৫/ তপন চক্রবর্তী, ভবানী প্রসাদ সাহু দুই বাংলার কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান চিন্তা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩ ।
৬/ ড. আশিস পাল নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতঃ বাংলা লোক সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১ ।
৭/ ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী লোক সাহিত্য প্রথম খণ্ড, গতিধারা, ৩৮/২ক বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০, গতিধারা প্রথম প্রকাশ ২০০৮ ।
৮/ অনিমেষ কান্তি পাল ও সুতনুকা পাল বাংলার ব্রত পরব-পার্বন এবং ব্রতের কথা , প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২ ।
৯/ অচ্যুচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, কথা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০ ।
১০/ Asutosh Bhattacharya –Folklore of Bengal, National Book Trust, India, New Delhi , First Edition 1978 .
১১/ দিব্যজ্যোতি মজুমদার বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০১২ ।
১২/ বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদনা) লোককথার সাতকাহন, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১ ।

তথ্যদাতা-

১/ অন্তরা চৌধুরী ,বয়স ২১, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম ।
২/ পায়েল রায়, বয়স ২১, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম ।
৩/ শর্মিলা দত্ত, বয়স ২১, রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম ।
৪/ মাধুরী দেব, বয়স ৫০, করিমগঞ্জ, আসাম ।

ইন্টারনেট –

1/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Folk-b/elief
2/ www.encyclopediaofukraine.com
3/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Superstition
4/ https://www.merriam-webster.com